যুগান্তর

তারিখ : 24 JUL 2017
পৃষ্ঠা : ৩ কলাম : ৫

এইচএসসির ফলাফল

রাজধানীর কলেজগুলোতে আনন্দের বন্যা

যুগান্তর রিপোর্ট

নাচ-গান, হাসি-কান্না আর আনন্দ-উল্লাসের মধ্য দিয়ে এইচএসসির ফলাফল উদযাপন করেছে রাজধানীর শিক্ষার্থীরা। রোববার ফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কলেজগুলোতে উচ্ছ্বাস যেন রূপ নেয় বাঁধভাঙা জোয়ারে। সন্তানরা ভালো ফল করায় অনেক অভিভাবক এবং শিক্ষকরাও শরিক হন সেই আনন্দে। তবে তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের ছোঁয়া লাগায় ভিড় ঠেলে নোটিশ বোর্ডে ফল দেখার চিরচেনা সেই চিত্র যেন হারিয়ে যেতে বসেছে। ইন্টারনেটে আগেই ফল জানলেও আনন্দ ভাগাভাগি করতে শিক্ষার্থীরা ছুটে আসে প্রিয় কলেজ ক্যাম্পাসে। প্রত্যাশিত ফলাফলে অনেকের চোখে ছিল আনন্দাশ্রু। বাঁধভাঙা আনন্দের মাঝে কিঞ্চিৎ বেদনার চিত্রও লক্ষ্য করা গেছে কারও কারও মাঝে। প্রত্যাশিত ফল করতে না পারায় অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়ে। ঢাকার কলেজগুলো ঘুরে দেখা গেছে এমন চিত্র।

ভিকারুননিসায় আনন্দ-উল্লাস : এইচএসসি পরীক্ষার ফলকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উপস্থিতি বাড়তে থাকে। শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী সবার মধ্যেই ছিল ফল নিয়ে উৎকণ্ঠা। তবে দুপুরে সব উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে শুরু হয় আনন্দের বন্যা। বাঁধভাঙা উল্লাসে মেতে ওঠে শিক্ষার্থীরা। এ কলেজ থেকে এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় ১ হাজার ৮২১ ছাত্রীর মধ্যে ৩ জন বাদে সবাই উত্তীর্ণ হয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগের ওই ৩ ছাত্রী অনুপস্থিত ছিল। পাসের হার ৯৯ দশমিক ৬১ শতাংশ। যা গতবার ছিল ৯৯ দশমিক ৩৪ শতাংশ। এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ৯৫৪ জন। বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১ হাজার ২৮৮ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৯২১ জন। মানবিক বিভাগে ২৪৩ জনের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১০ জন। ব্যবসা শাখায় ২৯০ জনের মধ্যে ২৩ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে।

দুপুরে কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে রেজাল্ট প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে গান আর বাদ্যের তালে নেচে-গেয়ে নিজেদের আনন্দ প্রকাশ করতে দেখা যায় শিক্ষার্থীদের। উৎসবে অংশ নেন শিক্ষক ও অভিভাবকরাও। শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ ভি চিহ্ন দেখিয়ে আবার কেউ কেউ সেলফি তুলে আনন্দ করেছে। তীব্র গরম আর আনন্দ-উৎসবের মাঝে হঠাৎ বৃষ্টির আগমন। বৃষ্টি পেয়ে ছাত্রীরা পরিবেশকে আরও আনন্দময় করে তোলে। গান আর বাদ্যের তালে বৃষ্টিতে ভিজে তাদের নাচতে দেখা যায়। ধারাবাহিক এ ফলাফল সন্তোষজনক বলে উল্লেখ করেন অধ্যক্ষ নাজনীন ফেরদৌস। তিনি বলেন— শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের প্রচেষ্টায় এ ফল হয়েছে। আর আমরা সব সময় চেষ্টা করি এ ধারাবাহিকতা রক্ষা করার।

হলিক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজে পাসের হার ৯৯.৫০ শতাংশ : এইচএসসি পরীক্ষা ২০১৭ সালের ফলাফলে হলিক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজে পাসের হার ৯৯ দশমিক ৫০ শতাংশ। তবে গত বছরের তুলনায় কমেছে পাসের হার ও এ-প্লাসের সংখ্যা। এ বছর হলিক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেন ১ হাজার ১৯৯ শিক্ষার্থী। পাস করেছে ১ হাজার ১৯৩ জন। এ প্লাস পেয়েছে ৬৯৫ জন। ২০১৬ সালে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষায়

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

রাজধানীর কলেজগুলোতে আনন্দের বন্যা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

অংশগ্রহণ করেছিল ১ হাজার ২০৩ জন, পাস করেছিল ১ হাজার ২০২ জন। পাসের হার ছিল ৯৯ দশমিক ৯২ শতাংশ। আর এ-প্লাস পেয়েছিল ৭৬৮ জন। কলেজটির প্রিন্সিপাল সি. শিখা গমেজ যুগান্তরকে বলেন, সারা দেশে ফলাফল কিছুটা খারাপ হয়েছে। এর প্রভাব হলিক্রসেও পড়েছে। তবে আমরা রেজাল্ট খারাপ নিয়ে চিন্তিত নই। নামধারী এ রেজাল্ট নিয়ে মেধা বিচার করা যায় না। আমি বিশ্বাস করি আমাদের মেয়েরা এ প্রতিষ্ঠান থেকে একাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি অন্য বিষয়ে যে নলেজ নিয়ে যাচ্ছে, ভবিষ্যতে তারা অনেক দূর যাবে।

ফলাফল অক্ষুণ্ন রেখেছে ট্রাস্ট কলেজ : ভালো ফলাফলের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রেখেছে ট্রাস্ট কলেজ। বরাবরের মতো এবারও কলেজটির অবস্থান রয়েছে সম্মানজনক পর্যায়ে। বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ৩২৫ পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এইচএসসি পরীক্ষায়। এর মধ্যে অর্ধশত জিপিএ-৫ সহ পাসের হার প্রায় ৯৮ শতাংশ। কলেজের অধ্যক্ষ বশির আহাম্মেদ ভূঁইয়া বলেন, আমাদের ছাত্রছাত্রীদের এ ফলাফলের জন্য আমি মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি শুকরিয়া আদায় করছি। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা প্রাইভেট না পড়েও এমন রেজাল্ট করতে পারার প্রধান কারণ আমাদের ব্যতিক্রমধর্মী পাঠদান পদ্ধতি আর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা।

মাইলস্টোন কলেজের অসাধারণ সাফল্য : এইচএসসির ফলাফলে অসাধারণ সাফল্যধারা বজায় রেখেছে রাজধানীর উত্তরা মডেল টাউনে অবস্থিত মাইলস্টোন কলেজ। এ বছর কলেজটি থেকে বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে ১ হাজার ৮৯৫ ছাত্রছাত্রী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয় এবং ১ হাজার ৮৯৩ জন পাস করে। উভয় মাধ্যমে পাসের হার ৯৯.৮৯ শতাংশ এবং ইংরেজি মাধ্যমে পাসের হার শতভাগ। পাসকৃতদের মধ্যে জিপিএ-৫ অর্জন করে ৫৯১ জন। বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১ হাজার ২৯৭ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে, পাসের হার শতভাগ। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ৫১০ পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করে ৫০৮ জন। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে পাসের হার ৯৯.৬০ শতাংশ। মানবিক বিভাগ থেকে ৮৮ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং পাসের হার শতভাগ। অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. সহিদুল ইসলাম বলেন, ছাত্রছাত্রীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ছাত্রছাত্রীদের প্রতি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিবিড় মনোযোগ এবং অভিভাবকদের সহযোগিতা ছিল বলেই আমরা বরাবরের মতো এবারও এইচএসসিতে ভালো ফলের ধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছি।

জিপিএ-৫ কমেছে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে : উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে গত বছরের মতো এবারও সাফল্যের ধারা অব্যাহত রেখেছে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এ বছর সম্মিলিত পাসের হার ৯৯.৮৯ শতাংশ। গত বছরও যা ছিল ৯৯.৮৯ শতাংশ। তবে গত বছরের ফলাফলের তুলনায় এ বছরের সম্মিলিত পাসের হার একই থাকলেও জিপিএ-৫ এর হার কমেছে। সব বিভাগে ৫৮৯ জন জিপিএ-৫ পেয়েছিল গতবার। যা এবার ৪৬৫ জন। গতবারের মতো এবারও অকৃতকার্য হয়েছে ১ জন শিক্ষার্থী। তবে বিভাগভিত্তিক ফলাফলে কিছুটা উন্নতি হয়েছে। এবারের ফলাফলকে বিগত কয়েক বছরের মধ্যে সেরা ফলাফল হিসেবে উল্লেখ করে প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ ব্রি. জে. মো. আবদুল মান্নান বলেন, প্রতিষ্ঠানের অব্যাহত সাফল্যে আমরা সবাই উচ্ছ্বসিত। রোববার দুপুরে ফলাফল প্রকাশের পর সবুজঘেরা নয়নাভিরাম সুবিশাল রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ ক্যাম্পাসটি হয়ে উঠে উৎসবের রাজ্য।

মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে পাসের হার বেড়েছে : উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে পাসের হার ৯৮.৬০ শতাংশ গত বছর যা ছিল ৯৬.৩৯ শতাংশ। এ প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ মিলে ২১৫ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ১৮ জন জিপিএ-৫ এবং ২১২ জন বিভিন্ন গ্রেডে পাস করেছে। তিনজন শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৮ জন। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ থেকে পরীক্ষা দিয়েছে ১৫ জন এবং সবাই পাস করেছে তবে জিপিএ-৫ পায়নি কেউ। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ফরহাদ হোসেন বলেন, এবারের সাফল্যে আমরা খুশি। তবে তিনজন ফেল করায় কিছুটা মর্মাহত হলেও গত বছরের তুলনায় পাসের হার কিছুটা বেড়েছে, এতেই আনন্দিত আমরা।

ঢাকা কলেজে পাসের হার ৯৯ দশমিক ০৭ শতাংশ : এইচএসসি পরীক্ষায় ঢাকা কলেজ থেকে ১ হাজার ৮২ জন পরীক্ষা দিয়ে ১০ জন ছাড়া সবাই উত্তীর্ণ হয়েছে। পাসের হার ৯৯ দশমিক ৪২ শতাংশ। এ রকম ভালো ফলাফলে খুশি প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, অভিভাবক, শিক্ষার্থীসহ সবাই। ৫০২ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ৪৯০ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। এছাড়া বাণিজ্য শাখা থেকে ৬ জন এবং মানবিক শাখা থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬ জন।

ঢাকা সিটি কলেজে পাসের হার ৯৯ দশমিক ৪২ শতাংশ : ঢাকা সিটি কলেজে পাসের হার গতবারের তুলনায় একটু বেড়েছে। এ বছর ২ হাজার ৬০৩ জন পরীক্ষা দিয়ে ১৫ জন ছাড়া সবাই উত্তীর্ণ হয়েছে। পাসের হার ৯৯ দশমিক ৪২ শতাংশ। ২ হাজার ৬০৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১ হাজার ৫৯ জনই জিপিএ-৫ পেয়েছে। কলেজের বিজ্ঞান বিভাগ থেকে মোট ১ হাজার ৪৬০ জন পরীক্ষা দেয়। এর মধ্যে ৯০৫ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। বাণিজ্য শাখা থেকে ১৫০ জন এবং মানবিক শাখা থেকে ৪ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ মো. শাহাজান খান যুগান্তরকে বলেন, এ কলেজে বিভিন্ন ধরনের কোর্স চালু থাকা সত্ত্বেও সব রকমের চাপ উপেক্ষা করে আমরা কলেজ শাখা থেকে ভাল ফলাফল অর্জন করার চেষ্টা করেছি।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ : এইচএসসি পরীক্ষায় মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ ধারাবাহিক সাফল্য ধরে রেখেছে। এ কলেজ থেকে এক হাজার ১৮১ জন পরীক্ষা দিয়ে ৯ জন ছাড়া সবাই উত্তীর্ণ হয়েছে। পাসের হার ৯৯ দশমিক ২৪ শতাংশ। কলেজের এক হাজার ১৮১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪৮৪ জনই জিপিএ-৫ পেয়েছে। কলেজের বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ৪২৪ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। বাণিজ্য শাখা থেকে ৫৬ এবং মানবিক শাখা থেকে ৪ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। অধ্যক্ষ ড. শাহান আরা বেগম বলেন, শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের সন্তানের মতো দেখেন। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্ষদের সার্বক্ষণিক দেখাশোনা এইচএসসির ফলাফলে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় : মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এবার এইচএসসি পরীক্ষায় ২৬২ জন পরীক্ষা দিয়ে ১২ জন ছাড়া সবাই উত্তীর্ণ হয়েছে। পাসের হার ৯৫ দশমিক ৪২ শতাংশ। ২০১৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় কলেজ শাখা থেকে ২৬২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯ জনই বিজ্ঞান শাখা থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে।

নটর ডেম কলেজে বেড়েছে পাস ও জিপিএ-৫ : নটর ডেম কলেজে পাসের হার এবং জিপিএ-৫ দুটোই বেড়েছে গতবারের চেয়ে। পাসের হার ৯৯.২৫ শতাংশ। গত বছর যা ছিল ৯৭ দশমিক ৯৮ শতাংশ। এ বছর জিপিএ ৫ পেয়েছে দুই হাজার ৫৭ পরীক্ষার্থী। গত বছর জিপিএ-৫ পেয়েছিল এক হাজার ৬৭১ জন। এবার সর্বমোট তিন হাজার ৮৯ জন পরীক্ষায় অংশ নেয়। যার মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে অংশ নেয় এক হাজার ৯৭৯ জন, এর মধ্যে জিপিএ ৫ পেয়েছে এক হাজার ৮৭৬ জন; মানবিক বিভাগ থেকে পরীক্ষায় অংশ নেয় ৪২৭ জন, এর মধ্যে জিপিএ ৫ পেয়েছেন ২০ জন এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ থেকে অংশ নেয় ৬৮৩ জন, এর মধ্যে জিপিএ ৫ পেয়েছেন ১৬১ জন। কলেজের অধ্যক্ষ ড. ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও বলেন, 'আমরা আমাদের ফলাফল নিয়ে খুশি। মানবিকে ফলাফল ভালো হয়নি। কারণ আমরা এ বিভাগে গ্রাম থেকে ও আদিবাসী শিক্ষার্থীদের ভর্তি করাই; তাদের অনেকে ভালো করে, কেউ খারাপ করে।'